তাওহীদের প্রকার

আরিফুল ইসলাম

সূচীপত্র

- **তাওহীদ এর প্রকার**
- **তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ এর পরিচয়-দলীল**
- **তাওহীদের উলুহিয়্যাহ এর পরিচয়-দলীল**
- **তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত-এর পরিচয়-দলীল**
- **তাওহীদের আরেকটি প্রকার- পরিচয়-দলীল**

FEBRUARY 15, 2020
ISLAMIC ONLINE MADRASAH

তাওহীদ নিয়ে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং যা নিয়ে কিতাব নাযিল হয়েছে -তার তিনটি অংশ রয়েছে

তাওহীদের প্রথম প্রকার- توحيدالربوبية তাওহীদুর রুবুবিয়্যা

তাওহীদুর রুবুবিয়্যার সংজ্ঞা:

توحيد الربوبية يعني الإقرار بأنَّ الله سبحانه وتعالى هو ربّ كل شيءٍ ومليكه، وأنّ الله تبارك وتعالى هو الخالق، والرازق، والمحيي، والمميت، والنافع، والضار، والمتفرّد بإجابة دعاء المضطرين، والإقرار أيضاً بأنّ الأمر كلّه لله، وأنّه بيده الخير كلّه، وأنّ الله هو القادر على ما يشاء، وليس له في ذلك أي شريك -

'দৃঢ়ভাবে এই বিষয়ের উপর এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন এক ও একক। তিনিই স্রষ্টা, অর্থাত এ ঈমান রাখা যে মহান আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা, রিযিকদাতা, সৃষ্টিজগতের সকলের কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী, তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণকারী। এগুলোতে তার কোনো শরীক নেই। (আক্বিদাতুত তাহাবী)

তাওহীদে রুবুবিয়্যার দলীল-

﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ﴾

"আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা" । [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬২]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۖ﴾

"নিশ্চয় তোমাদের রব তো আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন ছয়দিনে, তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন, তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন" । [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩] অনুরূপ আরও বহু আয়াত রয়েছে।

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাকে অধিকাংশ মুশরিকরাও ঈমান রাখত । যদিও তাদের অধিকাংশই পুনরুত্থান ও হাশর-নশর অস্বীকার করত; কিন্তু এ ঈমান তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করায় নি। নিম্নে কিছু আয়াত পেশ করা হল।

- **তারা স্বিকার করত, পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক আল্লাহ-**

قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ - سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

'বলুন পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান, তবে বল। এখন তারা বলবেঃ সবই আল্লাহর। বলুন, তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না?' -সুরা মুমিনুন:৮৪,৮৫

- **তারা স্বিকার করত সপ্তাকাশ ও আরশের মালিক আল্লাহ-**

قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ -سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

'বলুনঃ সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে? এখন তারা বলবেঃ আল্লাহ। বলুন, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? -সুরা মুমিনুন: ৮৬,৮৭

- **তারা বিশ্বাষ করত সব কিছুর কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে-**

قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ -سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

'বলুনঃ তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? এখন তারা বলবেঃ আল্লাহর। বলুনঃ তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে? -সুরা মুমিনুন: ৮৮, ৮৯

- **তারা বিশ্বাস করত, তাদের স্রষ্টা আল্লাহ, আসমান যমিনের স্রষ্টা আল্লাহ, চন্দ্র সূর্যের নিয়ন্ত্রক আল্লাহ এবং আসমান থেকে আল্লাহ তাআলাই পানি বর্ষণ করেন এবং মৃত যমিনকে জীবিত করেন।**

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

'যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ, অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাাচ্ছে?' -সুরা ঝুখরুফ: ৮৭

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

'আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ।' -সুরা ঝুখরুফ:৯

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

'যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে তার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না।' -সুরা আনকাবুত: ৬৩

<u>এত কিছু বিশ্বাস করার পরও তারা মুশরিক ছিল।</u>

তাওহীদের দ্বিতীয় প্রকার: তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ

তাওহীদুল উলুহিয়্যার সংজ্ঞা:

إفراد الله جل وعلا بالتعبد في جميع أنواع العبادات

'ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক ও একক হিসেবে মানা। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্যই দ্বীনকে নির্ধারণ করা।

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ এর দলীল

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

'তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।' -সুরা বায়্যিনাহ: ৫

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ এবাদত আল্লাহরই নিমিত্ত। যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের এবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।-সুরা ঝুমার: ৩

তাওহীদের এ অংশটিই মুশরিকরা অস্বীকার করেছিল, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে উল্লেখ করেছেন তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে,

﴿وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٞ مِّنۡهُمۡۖ وَقَالَ ٱلۡكَٰفِرُونَ هَٰذَا سَٰحِرٞ كَذَّابٌ ٤ أَجَعَلَ ٱلۡأٓلِهَةَ إِلَٰهٗا وَٰحِدًاۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٌ عُجَابٞ ٥﴾

"আর কাফিররা আশ্চর্য হয়েছিল যে, তাদের কাছে তাদের থেকেই একজন ভীতিপ্রদর্শনকারী আসলো এবং কাফিররা বলল, এ তো জাদুকর মিথ্যাবাদী। সে কি সব ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে দিয়েছে? নিশ্চয় এটি এক আশ্চর্য বিষয়"। [সূরা সোয়াদ, আয়াত: ৪-৫] তাওহীদের এ অংশ ইবাদতকে খালেস বা নিষ্ঠাসহকারে একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া, তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য সত্তা হওয়া এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করা যে বাতিল এসব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাওহীদের এ অংশই কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'-এর প্রকৃত অর্থ। কেননা এ কালেমা অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত হক কোনো মা'বুদ নেই, মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلۡبَٰطِلُ﴾

"এটা এজন্যই যে, আল্লাহ, একমাত্র তিনিই সত্য (মা'বুদ), তাঁকে ছাড়া তারা অন্য যাকেই আহ্বান করে সেসবই বাতিল"। [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৬২]

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত-

সংজ্ঞা: তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত। আর তা হচ্ছে, মহান আল্লাহর কিতাবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের সহীহ সুন্নাহতে যে সকল নাম ও গুণ এসেছে সেগুলোর ওপর ঈমান আনয়ন, সেগুলোকে মহান আল্লাহর জন্য যথোপযুক্তভাবে সাব্যস্তকরণ, কোনো প্রকার বিকৃতি কিংবা অর্থমুক্তি অথবা কোনো প্রকার ধরণ নির্ধারণ বা সাদৃশ্য নির্ণয় ব্যতীত।

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত এর দলীল

وَلِلَّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাকা।' -সুরা আ'রাফ: ১৮০

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْءٌۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١١ ﴾

"তাঁর মতো কোনো কিছু নেই, আর তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"। [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১] মহান সত্তা আরও বলেন, হাদীসের মধ্যে এসেছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে এগুলো সংরক্ষন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' -সহীহাইন

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

১) আল্লাহর এই গুণবাচক নামসমূহকে শব্দে অথবা অর্থে- সে-সবে কোনোরূপ বিকৃতিসাধন تحريف বিকৃত করা যাবে না। আল্লাহ যেটাকে যেভাবে বলেছেন সেভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

২) التعطيل (অকেজ সাব্যস্ত বা অস্বিকার করা) করা যাবে না।

৩) التمثيل (সাদৃশ্য বর্ণনা করা) করা যাবে না।

৪) التكييف (আকৃতি বর্ণনা করা) করা যাবে না।

সুতরাং আল্লাহ তাআলার সিফাতগুলো যেভাবে আছে সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। কোন ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা যাবে না। আর এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবী, তাদের যথাযথ সুন্দর অনুসরণকারী তাবে'ঈগণের অভিমত যে, তারা আল্লাহর সিফাত তথা গুণাগুণসম্পন্ন আয়াত ও হাদীসসমূহকে যেভাবে এসেছে সেভাবে পরিচালনা করতেন, সেগুলোর অর্থকে মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য সাদৃশ্য নির্ধারণ মুক্তভাবে সাব্যস্ত করতেন। অনুরূপভাবে তারা মহান আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর সৃষ্টির কারও সামঞ্জস্যবিধান থেকে পবিত্রকরতেন, কিন্তু সেগুলোকে (কুরআন ও হাদীসের গুণাগুণসম্পন্ন ভাষ্যসমূহকে) অর্থহীন করতেন না।

কেউ কেউ তাওহীদের আরেক প্রকারকে সাব্যস্ত করেন।

তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ

তাওহীদুল হাকিমিয়্যার সংজ্ঞা: 'বিধান ও সংবিধান প্রনয়েণের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক ও একক মানা।'

তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ`র দলীল-

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ

'বিধান দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।' -সুরা ইউসুফ: ৪০

أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

'আল্লাহ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই।' -সুরা রা'দ: ৪১

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

'তিনি কাউকে নিজ বিধানের ক্ষেত্রে শরীক করেন না।' -সুরা কাহফ: ২৬

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

'তারা কি জাহেলিয়াতের বিধি-বিধান কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম বিধান কার রয়েছে?' -সুরা মাইদা: ৫০